তারিখ ... 07 AUG 1989
পৃষ্ঠা ... 5 ...
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ সোমবার, ২৩ শ্রাবণ, ১৩৯৬

দফতর বিলুপ্তি ও একীভূতকরণ

২৭টি সরকারী অধিদফতর বিলুপ্তির সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই সুপারিশ করেছে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কমিটি। কমিটি তার সুপারিশে যে ২৭টি অধিদফতর বিলুপ্ত করার কথা বলেছে তার মধ্যে রয়েছে, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কপিরাইট অফিস, গৃহ সংস্থান অধিদফতর, বস্ত্র দফতর, সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদফতর, আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দফতর ইত্যাদি। এছাড়া, কমিটির রিপোর্টে ৩৭টি দফতর ও অধিদফতরের প্রায় ৭ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। তবে, এ-ও বলা হয়েছে, বিলুপ্ত কোন কোন দফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদ্যমান জনবল বিধি অনুযায়ী সরকারের অন্যান্য দফতরে সমমানের শূন্যপদে আত্মীকরণ করা হলে সমস্যা দেখা দেবে না।

২৭টি অধিদফতর বিলুপ্তির এই সুপারিশ যে যথাযথ পর্যালোচনার পর পেশ করা হয়েছে তা প্রকাশিত খবরেও বলা হয়েছে। গত দেড় যুগ ধরে যেসব দফতর, অধিদফতর ও পরিদফতর গঠন করা হয়েছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সেগুলোর উপযোগিতা ও কার্যকারিতার স্বরূপ যে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা তথা প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়— এটা এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কমিটির সুপারিশ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এসব দফতর, অধিদফতর বা পরিদফতর গঠনের সময় প্রশাসনিক তৎপরতাকে অধিকতর দ্রুত ও দক্ষ করে তোলার চিন্তা-ভাবনাই সক্রিয় ছিল। কিন্তু, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দফতর-অধিদফতরের সংখ্যা যত বেড়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে তত বিশৃংখলা ও দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে। এবং সত্যিকার অর্থে মেধা ও দক্ষতার অপচয়ের পথ পরিষ্কার হয়েছে। কোনো বিশেষ দফতর বা অধিদফতরকে লক্ষ্য করে আমরা একথা বলছি না। কারণ, যে-২৭টি অধিদফতর বিলুপ্তির সুপারিশ করা হয়েছে— এগুলো তো বটেই এমনকি, এছাড়াও আরো কিছু দফতর-অধিদফতর বা বিভাগ রয়েছে— কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন-অগ্রগতি নিশ্চিত করা তথা জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা সহায়ক হচ্ছে না। দফতর যত বেড়েছে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথে তত বেশী মানুষের অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এর দরুন কাজ-কর্মে শুধু শৈথিল্যই বাসা বাঁধেনি; বরং সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বিশদ ব্যাখ্যা না করে যে কোনো একটি দিকে দৃষ্টি দিলেই এই বিপর্যয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রাজধানী নগরীর কথাই যদি আমরা ধরি তাহলে দেখব, এই নগরীর নাগরিক সুযোগ-সুবিধা কার্যকর করার জন্য পৌর কর্পোরেশন ছাড়াও রাজউক, ওয়াসা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এমনকি আরো কিছু দফতর সক্রিয় রয়েছে। এর ফলে নগরীর নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে— একথা কিন্তু বলা যাবে না। বরং, নগরীতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের নামে যেভাবে অসমন্বিত ও অপরিকল্পিত তৎপরতা প্রায় সারা বছর ধরে চলতে থাকে— তাতে নাগরিক জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অথচ রাজউক থেকে শুরু করে নগরীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপর যেসব দফতর-অধিদপ্তর পরিচালিত হচ্ছে— সবগুলোকে পৌর কর্পোরেশনের সাথে একীভূত করা হলে রাজধানীর উন্নয়নে যে কোনো তৎপরতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ যেমন সম্ভব হয়ে উঠবে তেমনি মেধা ও শ্রমের অপচয়ও রোধ করা যাবে। একথা বিলুপ্তির জন্য সুপারিশকৃত অধিদফতরগুলো সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য বলেই আজ উল্লেখিত কমিটি এই সুপারিশ পেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে একথা সবাইকে মনে রাখতে হবে, মাথাভারি প্রশাসন যেমন জাতির মঙ্গল সাধন করতে পারে না; তেমনি একই বিষয়ের একাধিক দফতর বা অধিদফতরও প্রশাসনিক দক্ষতার সাক্ষর রাখতে পারে না। তদুপরি, প্রশাসনিক কাজে-কর্মে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতাই সৃষ্টি হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দফতর বিলুপ্তি ও একীভূতকরণের বর্তমান সুপারিশকে বিবেচনা করতে হবে।

137